বাংলাদেশ ফেন্সিং ফেডারেশন

গঠনতন্ত্র

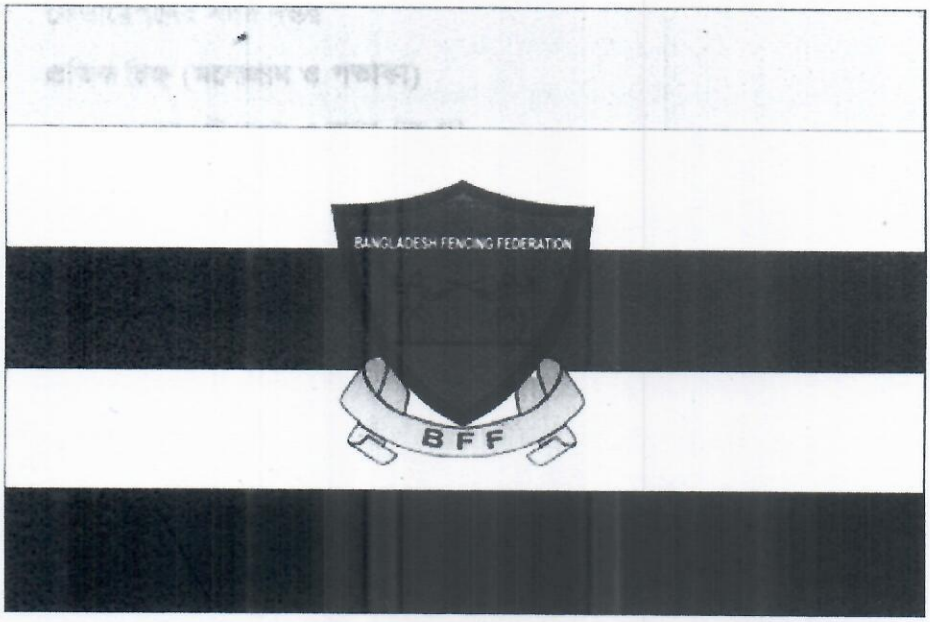

পতাকা



মনোগ্রাম

BANGLADESH FENCING FEDERATION
Date.

-ঃ সূচী ঃ-

১। সংগঠনের নাম

২। সংজ্ঞা সমূহ

৩। ফেডারেশনের সদর দপ্তর

৪। প্রতিক চিহ্ন (মনোগ্রাম ও পতাকা)

৫। ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (ক-থ)

৬। ফেডারেশনের আওতাধীন সংগঠন

৭। ফেডারেশনের গঠনপ্রণালী (৭.১-৭.৬)

৮। সাধারন পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা (৮.১-৮.৬)

৯। সাধারন পরিষদের মেয়াদ

১০। সাধারন পরিষদের সভা

১১। সাধারন পরিষদের সভার কোরাম (১১.১-১১.২)

১২। সাধারন পরিষদের তলবী সভা

১৩। তলবী সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি

১৪। নির্বাহী কমিটি (১৪.১-১৪.৩)

১৫। নির্বাহী কমিটির মেয়াদ

১৬। নির্বাহী কমিটির দাযিত্ব ও ক্ষমতা (১৫.১-১৫.২৫)

১৭। নির্বাহী কমিটির বৈঠক (১৭.১-১৭.৫)

১৮। ক্লাবের এফিলিয়েশন প্রদান/বাতিল (১৮.১-১৮.৪)

১৯। নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ পূরণ (১৯.১-১৯.৬)

২০। সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য (২০.১-২০.৩)

২১। সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য

২২। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য (২২.১-২২.৩)

২৩। সহকারী সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

২৪। কোষ্যাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য (২৪.১-২৪.২)

২৫। পদত্যাগ

২৬। ফেডারেশনের নির্বাচন

২৭। গঠনতন্ত্র সংশোধন

২৮। গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা

GENERAL SECRETARY
BANGLADESH FENCING FEDERATION

বাংলাদেশ ফেন্সিং ফেডারেশন

গঠনতন্ত্র

ধারা ঃ১ এই সংগঠনের নাম ঃ

বাংলায় ঃ "বাংলাদেশ ফেন্সিং ফেডারেশন" ইংরেজীতে ঃ **Bangladesh Fencing Federation** এবং সংক্ষেপে **(BFF)** হবে।

ধারা ঃ ২ এই গঠনতন্ত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা সংজ্ঞা হিসাবে এই ধারায় বর্ণনা করা হইল।

২.১ সংজ্ঞা সমূহ ঃ

ক) 'কমিটি' বলিতে ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটিকে বুঝইবে।

খ) 'কর্মকর্তা' বলিতে ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদেরকে বুঝইবে।

গ) 'কর্মচারী' বলিতে ফেডারেশনের কর্মচারীদেরকে বুঝাইবে।

ঘ) 'কোষাধ্যক্ষ' বলিতে ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষকে বুঝাইবে।

ঙ) 'কাউন্সিলার' বলিতে এফিলিয়েটেড ক্লাব/ জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক সাধারণ পরিষদের জন্য মনোনীত ক্লাব/ জেলা ক্রীড়া সংস্থা প্রতিনিধিকে বুঝইবে।

চ) 'নির্বাহী কমিটি' বলিতে ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটিকে বুঝইবে।

ছ) 'পরিষদ' বলিতে ফেডারেশনের সাধারন পরিষদকে বুঝাইবে।

জ) ফেডারেশন বলিতে বাংলাদেশ ফেন্সিং ফেডারেশনকে বুঝাইবে।

ঝ) 'সদস্য' বলিতে ফেডারেশনের নির্বাহী সদস্যকে বুঝাইবে।

ঞ) 'সভাপতি' বলিতে ফেডারেশনের সভাপতিকে বুঝাইবে যিনি সাধারন পরিষদের সভাপতি হইবেন।

ট) 'সাব-কমিটি' বলিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত সাব-কমিটিকে বুঝইবে।

ঠ) 'সাধারণ পরিষদ' বলিতে ফেডারেশনের সাধারন পরিষদকে বুঝইবে।

ড) 'সহ-সভাপতি' বলিতে ফেডারেশনের সহ-সভাপতি বুঝাইবে।

ঢ) 'সাধারন সম্পাদক' বলিতে ফেডারেশনের সাধারন সম্পাদক বুঝাইবে।

ণ) 'সহকারী সাধারন সম্পাদক' বলিতে ফেডারেশনের সহকারী সাধারন সম্পাদক কে বুঝাইবে।

২.২ গঠনতন্ত্রের কোন স্থানে উল্লেখিত সংজ্ঞার অভিব্যক্তির কোন লংঘন প্রতীয়মান হইলে নির্বাহী কমিটির সভায় পূর্ব নোটিশের মাধ্যমে উপরোক্ত সংজ্ঞার তাৎপর্য অনুযায়ী উপযুক্ত সংশোধন করা যাইবে অথবা যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করা যাইবে। তবে এ ধরনের সংশোধন বা ব্যাখ্যা সাধারন পরিষদের পরবর্তী বৈঠকে অবগতি ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

GENERAL SECRETARY
BANGLADESH FENCING FEDERATION

ধারা ঃ ৩ সদর দপ্তর ঃ

এই ফেডারেশন সদর দপ্তর ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত হইবে। সমগ্র বাংলাদেশ এই সংগঠনের আওতাভুক্ত থাকিবে।

ধারা ঃ ৪ প্রতিক চিহ্ন (মনোগ্রাম ও পতাকা)

ইহা একটি শীল আকৃতির মনোগ্রাম, মনোগ্রামের বাহিরের কিছু অংশ সবুজ, ভিতরের বেশির ভাগ অংশ লাল, মনোগ্রামের উপরিভাগে বাংলাদেশ ফেন্সিং ফেডারেশন ইংরেজীতে সাদা রং এ লিখা থাকিবে, মাঝা মাঝি অংশে দুই জন ফেন্সিং খেলোয়াড় (এক জন পুরুষ ও এক জন মহিলা) তলোয়ারসহ স্থির অবস্থার প্রতিকৃতি দেখা যাইবে এবং ইহা একটি হলুদ রংয়ের ষ্ট্যান্ডের উপর বসানো রহিয়াছে ষ্ট্যান্ডের মাঝা মাঝি অংশে হলুদ রং এর উপর লাল ইংরেজী অক্ষরে বি এফ এফ লিখা থাকিবে, যাহা বাংলাদেশ ফেন্সিং ফেডারেশন বুঝাইবে । পতাকার ক্ষেত্রে ৫ ফুট X ৩ ফুট হলুদ, সবুজ, লাল এবং সাদা রং কাপড়ের সমন্বয় করে তৈরী করতে হইবে এবং মাঝা মাঝি বরাবর বাংলাদেশ ফেন্সিং ফেডারেশনের মনোগ্রাম থাকিবে যাহা মূল পতাকার চারভাগের এক ভাগ হইবে ।

ধারা ৫ ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

ক) কিশোর ও যুব সমাজকে ফেন্সিং ক্রীড়া শিক্ষাদান এবং দেশের জনসাধারনের মধ্যে ফেন্সিং ক্রীড়াকে জনপ্রিয় করিয়া তোলা।

খ) জনসাধারনকে বিশ্বের আদি যুদ্ধবিদ্যা অসিক্রীড়ার কৌশল ও বিশ্ব আলিম্পিকের আদি ইভেন্ট হিসাবে এই ক্রীড়ায় পারদর্শী করিয়া তোলা।

গ) জনসাধারনকে নিরাপদভাবে ও দক্ষতার সাথে তলোয়ার ব্যবহারে শিক্ষাদান করতঃ ব্যক্তি/ পরিবার তথা জননিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে জনগণের অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ঘ) ফেডারেশনের গঠনতেন্ত্রর রূপরেখা অনুযায়ী গঠিত ফেন্সিং ক্লাব/জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে এফিলিয়েশন প্রদান।

ঙ) স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফেন্সিং প্রতিযোগিতার আয়োজন, ব্যবস্থাপনা ও প্রতিযোগিদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।

চ) ফেন্সিং এর জন্য প্রয়োজনীয় তলোয়ার সহ (সোর্ড) যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা এবং যথাযোগ্য নীতিমালার ভিত্তিতে ক্লাব সমূহের বরাদ্দ দেওয়া। উন্নতমানের খেলোয়াড় সৃষ্টি এই নীতিমালার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইবে।

ছ) রাজধানী ও দেশের সকল অঞ্চলে আন্তর্জাতিক মানের ফেন্সিং কমপ্লেক্স নির্মান ও রক্ষনাবেক্ষন করা।

জ) প্রতি জেলায় কমপক্ষে একটি করিয়া ফেন্সিং কমপ্লেক্স তৈরীর ব্যবস্থা কর।

ঝ) জাতীয় দিবস সমুহে দেশব্যাপী ফেন্সি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

ঞ) বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহনের জন্য দেশীয় ফেন্সিং খেলোয়ার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন দান।

ট) ফেন্সিং ক্রীড়াবিদদের চারিত্রিক, মানসিক, ও শারিরীক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।

ঠ) ফেন্সিং ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, আলোচনা সভা প্রভৃতি আয়োজন করা।

GENERAL SECRETARY

ড) ফেন্সিং ক্রীড়া ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংক্রান্ত গ্রন্থ সমৃদ্ধ পাঠাগার স্থাপন করা ।

ঢ) ইন্টারন্যাশনাল ফেন্সিং ফেডারেশন এশিয়ান ফেন্সিং ফেডারেশন প্রভৃতির এফিলিয়েশন গ্রহণ করা এবং ইহাদের নির্বাচন সহ সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালন করা।

ণ) জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানের দুস্থ বাংলাদেশী ফেন্সিং খেলোয়াড়দের ও সংগঠকবৃন্দকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগীতা প্রদান করা।

ত) জাতীয় ফেন্সিং স্কোয়াড গঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিভা অন্বেষন করা এবং উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে খেলোয়ার তৈরী করা।

থ) জাতীয় ফেন্সিং প্রশিক্ষন গঠনের উদ্দেশ্যে দেশের প্রতিভাবান প্রশিক্ষকদের অন্বেষন করে দেশে ও বিদেশে উচ্চত্বর প্রশিক্ষনে প্রেরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ধারা ঃ ৬ ফেডারেশনের আওতাধীন সংগঠন ঃ

বাংলাদেশ ফেন্সিং ফেডারেশন হইতে এফিলিয়েশন প্রাপ্ত সকল ফেন্সিং ক্লাব ও সংস্থা সমূহ এই ফেডারেশনের আওতাধীন সংগঠন হিসাবে গণ্য হইবে।

ধারা ঃ ৭ ফেডারেশনের গঠন প্রণালীঃ

৭.১ ফেডারেশনের গঠনপ্রণালী হইবে নিম্নরূপঃ

ক) সাধারন পরিষদ

খ) নির্বাহী কমিটি

৭.২ সাধারন পরিষদ ঃ

ক) এফিলিয়েটেড ফেন্সিং ক্লাবের প্রতিনিধি, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি/ সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থা এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদেও মনোনীত প্রতিনিধি সমন্বয়ে সাধারন পরিষদ গঠিত হইবে।

খ) ফেডারেশন নির্বাহী কমিটিতে সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য পদাধিকারবলে সাধারন পরিষদের সদস্য হইবেন কিন্তু তাহারা কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৭.৩ ক্লাব প্রতিনিধিঃ

দুই নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে যে সকল ক্লাব বা সংস্থা ন্যুনপক্ষে দুই বৎসর জাতীয় ফেন্সিং প্রতিযোগিতা/ বাংলাদেশ গেমস অথবা আন্তঃ ক্লাব ফেন্সি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করিয়াছে সেই সকল ক্লাব বা এসোসিয়েশনের সাধারন পরিষদের কাউন্সিলার প্রেরণ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে কোন কারনে ফেডারেশন দুই বৎসর আন্তঃক্লাব ফেন্সিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হইলে একটি আন্তঃ ক্লাব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনের ভিত্তিতে ক্লাব সমূহ কাউন্সিলার প্রেরণ করিবে এবং কোন আন্তঃক্লাব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত না হইলে বৈধ এফিলিয়েশনধারী সকল ক্লাব কাউন্সিলার প্রেরণ করিবে।

৭.৪ বিভাগীয় প্রতিনিধিঃ

প্রতিটি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা স্বীয় অধিক্ষেত্রের মধ্য হইতে ফেন্সিং ক্রীড়ার সংঙ্গে সম্পৃক্ত একজন ক্রীড়া সংগঠককে কাউন্সিলার (প্রতিনিধি) হিসাবে মনোনীত করতে পারবে। মনোনীত ব্যক্তিকে আব্যশ্যিকভাবে কোন ফেন্সিং ক্লাবের সদস্য হইবে।

GENERAL SECRETARY

৭.৫ সহযোগী সদস্যঃ

যে সকল ক্লাব বা সংস্থা দুই নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে ৭.৩ ধারা অনুসারে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তাহারা সাধারন পরিষদে কাউন্সিলার প্রেরণ করিতে পারিবে না। সেই সকল ক্লাব একজন সহযোগী সদস্য সাধারন পরিষদে প্রেরণ করিতে পারিবে। এই শ্রেণীর সদস্য শুধুমাত্র আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু তাহাদের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

৭.৬ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রতিনিধি :

খ্যাতনামা ফেন্সিং ক্রীড়া সংগঠক, প্রাক্তন জাতীয় ফেন্সিং খেলোয়ার এবং ফেন্সিং ক্রীড়ার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে হইতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সর্বাধিক পাঁচ জনকে সাধারন পরিষদের কাউন্সিলার হিসাবে মনোনীত করিবে।

ধারা : ৮ সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিম্নরুপ :

৮.১ ফেডারেশনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

৮.২ প্রতি চার বছর অন্তর এবং ১২ এবং ১৯.৬ ধারায় বর্ণিত পরিস্থিতিতে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন।

৮.৩ বার্ষিক সাধারণ সভার পরবর্তী বৎসরের বাজেট, পূর্ববর্তী বৎসরের আয় ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব এবং সাধারন সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন এবং পরবর্তী বৎসরের ক্রীড়া পঞ্জী নীতিগত অনুমোদন।

৮.৪ পরবর্তী বৎসরের জন্য অডিটর নিয়োগ ও তাহাদের পরিতোষিক নির্ধারণ।

৮.৫ গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনা ও তৎবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৮.৬ গঠনতন্ত্র অনুসারন আনীত অন্য যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ধারা : ৯ সাধারণ পরিষদের মেয়াদ ঃ

সাধারণ পরিষদের মেয়াদ ৪ (চার) বৎসর । এই মেয়াদ উর্ত্তীর্নের ন্যুনপক্ষে ২ (দুই) মাস পূর্বে সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরনের জন্য ক্লাব ও সংস্থা সমূহকে চিঠি ও বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে সাধারন সম্পাদক অবগত করিবেন। ক্লাব ও সংস্থা সমূহ তাহাদের নির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিজ সংস্থার সভাপতির স্বাক্ষরে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে। এই ভাবে গঠিত পরিষদের মেয়াদ উর্ত্তীনের পূর্বে ক্লাব ও সংস্থা সমূহ কাউন্সিলার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। তবে পদত্যাগ, দূরারোগ্য ব্যাধি জনিত কারনে দীর্ঘদিন দায়িত্ব সম্পাদনে অসমর্থতা ও মৃত্যুজণিত কারণে সংশ্লিষ্ট ক্লাবের নির্বাহী কমিটির অথবা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সিদ্ধান্তক্রমে ফেডারেশনের সভাপতি বরাবরে ক্লাব সংস্থার সভাপতি স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা কাউন্সিলার পরিবর্তন করা যাইবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বা সরকার মনোনীত প্রতিনিধি/সদস্যের ক্ষেত্রে মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ স্বীয় প্রতিনিধি পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

ধারাঃ ১০ সাধারন পরিষদের সভাঃ

প্রতি বৎসর সাধারন পরিষদের অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভা প্রতি বৎসর ৩১শে জুলাই এর পূর্বে আহবান করিতে হইবে। সভায় সাধারন সম্পাদকের বাৎসরিক প্রতিবেদন, পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পরবর্তী অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট ও বৎসরের ক্রীড়া পুঞ্জী নীতিগত অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করা যাইবে। ন্যুনপক্ষে পনের দিনের নোটিশে বাৎসরিক সাধারণ সভা আহবান করিতে হইবে। নোটিশে

সভার তারিখ, স্থান সময় ও আলোচ্য সূচী উল্লেখ থাকিবে। সাধারন পরিষদ সকল সভায় প্রথমেই আলোচ্য সূচী চূড়ান্ত করিবে।

ধারা ঃ ১১ সাধারণ পরিষেদের সভার কোরাম ঃ

১১.১ মোট সদস্যের এক তৃতীয়ংশের উপস্থিতিতে সাধারন পরিষদের সভার কোরাম হইবে।

১১.২ সাধারন পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার ত্রিশ মিনিটের মধ্যে কোরম পূর্ণ না হইলে ন্যুনপক্ষে তিন দিনের জন্য সভা মূলতবী ঘোষনা করিতে হইবে। দ্বিতীয়বার মুলতবীকৃত সভায় কোরাম না হইলেও পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইলে।

ধারাঃ ১২ সধারন পরিষদের তলবী সভাঃ

সাধারন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের স্বাক্ষরে আলোচ্যসূচী ও কার্যপত্র সহকারে তলবী সভা আহবান করা যাইবে। তলবী সভায় নির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবসহ যে কোন বিষয় উপস্থাপন করা যাইবে। অনাস্থা প্রস্তাব উথাপন করিতে হইলে অনাস্থার কারণ উল্লেখ করিয়া এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরে তলবী সভা আহবানের জন্য সভাপতিকে নোটিশ দিতে হইবে। তলবী সভার নোটিশ প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে সভাপতির নির্দেশে সাধারন সম্পাদক তলবী সভা আহবান করিবেন। সভাপতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সভা আহবানে ব্যর্থ হইলে বা সভা না ডাকিলে তলবী সভার দাবীতে স্বাক্ষর দানকারী যে কোন একজন সদস্য ঐ সভা ডাকিতে পারিবেন। তলবী সভায় যদি সাধারন পরিষদের মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ উপস্থিত থাকিয়া ভোটে অংশ নেন সেক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ট ভোটে আলোচ্যসূচী বিষয়ক প্রস্তাব পাশ হইবে। এই রূপ তলবী সভায় আনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইলে ঐদিন হইতে কমিটি বিলুপ্ত হইবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এই কিলুপ্তির ঘোষনা প্রজ্ঞাপন মারফত প্রদানের পরই নতুন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চালু হইবে। নতুন কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী কমিটির সভাপতি, সাধারন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ সাময়িক দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবেন। কিন্তু এই সময়ে তাহারা দৈনন্দিন কাজ-কর্ম ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে পারিবেন না।

ধারাঃ ১৩ তলবী সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিঃ

সাধারন পরিষদের তলবী সভায় সাধারনভাবে হাত তুলিয়া ভোট প্রদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে উপস্থিত ন্যুনপক্ষে ৫ জন সদস্য ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবী জানান তাহা হইলে তাৎক্ষনিকভাবে সভাপতি ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করিবেন।

ধারাঃ ১৪ নির্বাহী কমিটিঃ

১৪.১ নির্বাহী কমিটি ২৫ সদস্য নিয়া নিম্নরূপে গঠিত হইবেঃ

ক)	সভাপতি	১ (এক) জন (নির্বাচিত/মনোনীত)
খ)	সহ-সভাপতি	৪ (চার) জন (নির্বাচিত)
গ)	সাধারন সম্পাদক	১ (এক) জন (নির্বাচিত)
ঘ)	সহকারী সাধারন সম্পাদক	২ (দুই) জন (নির্বাচিত)
ঙ)	কোষাধ্যক্ষ	১ (এক) জন (নির্বাচিত)
চ)	সদস্য	১৪ (চোদ্দ) জন (নির্বাচিত)
ছ)	সদস্য	২ (দুই) জন (মনোনীত)

GENERAL SECRETARY

১৪.২ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আইন, ১৯৭৪ (২০০৬ পর্যন্ত সংশোধিত) ও তাহার অধীনে প্রণীতে বিধিমালা অনুসারে সরকার সভাপতি নিয়োগ করিবে অথবা ফেডারেশন সরাসরি সভাপতি নির্বাচিত করিবে। তবে এ ক্ষেত্রে আর্ন্তজার্তিক ফেন্সিং ফেডারেশনের নিয়মনীতি অবশ্যই প্রাধান্য পাইবে।

১৪.৩ ক্রীড়া মন্ত্রনালয় কর্তৃক মনোনীত সদস্য ২ (দুই) জন (যাহার মধ্যে অন্ততঃ একজন মহিলা হইবেন)। এই দুইজন সদস্য পদাধিকার বলে সাধারন পরিষদেরও সদস্য হইবেন। সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সদস্য বাদে নির্বাহী কমিটির অন্যান্য সকল কর্মকর্তা ও সদস্য সাধারন পরিষদ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

১৪.৪ নির্বাচনের সরকারী ফলাফল ঘোষনার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পুরাতন কমিটি নির্বাচিত নতুন কমিটিকে দায়িত্ব বুঝইয়া দিবে। অন্যথায় ১৬তম দিন নতুন কমিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারাঃ ১৫ নির্বাহী কমিটির মেয়াদঃ

সাধারন পরিষদের প্রত্যক্ষ ভোটে চার মেয়াদের জন্য নির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে। নির্বাহী কমিটির প্রথম সভার তারিখ হইতে মেয়াদ শুরু হইবে। নির্বাহী কমিটি মেয়াদ উত্তীর্ন হওয়ার ন্যুনপক্ষে ২ (দুই) মাস পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। এই উদ্দেশ্যে নির্বাহী পরিষদ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে দায়িত্ব প্রদান বা নির্বাচনী বোর্ড গঠনসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

ধারাঃ ১৬ নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

১৬.১ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনতন্ত্রে বর্ণিত ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ও আর্দশ সমূহ বাস্তবায়ন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা এবং সকল সম্পত্তির দেখাশুনা ও রক্ষনাবেক্ষণ করিবে।

১৬.২ নির্বাহী কমিটি বাংলাদেশে ফেন্সিং ক্রীড়া প্রসার, প্রচার ও জনপ্রিয় করার জন্য সকল প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৬.৩ নির্বাহী কমিটি ফেন্সিং খেলোয়াড়দের ক্রীড়া নৈপুন্য ও উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৬.৪ নির্বাহী কমিটি দেশে ফেন্সিং এর মান উন্নয়ন সাথে সাখে রেঞ্জ সমূহের উন্নয়নের সচেষ্টা থাকিবে।

১৬.৫ নির্বাহী কমিটি ফেডারেশনের সকল কর্মচারী নিয়োগ, পদ উন্নতি, বেতন নির্ধারন, বরখাস্ত ও চাকুরী শর্তাবলী প্রনয়ন করিবে।

১৬.৬ নির্বাহী কমিটি আর্থিক বৎসরের জন্য বাজেট প্রনয়ন করতঃ সাধারন পরিষদ উপস্থাপন করিবে।

১৬.৭ নির্বাহী কমিটি সাধারন পরিষদে অনুমোদন সাপেক্ষে বাৎসরিক ফেন্সিঙ ক্রীড়াপঞ্জী প্রণয়ন করিবে। বিশেষ কোন কারনে অনুমোদিত ক্রীড়া পঞ্জীর যে কোন পরিবর্তন ক্ষমতা নির্বাহী কমিটির থাকিবে তবে এইরূপ পরিবর্তন কারনসহ সাধারন পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৬.৮ নির্বাহী কমিটি ক্রীড়াপঞ্জী অনুযায়ী আঞ্চিলক, জাতীয়, আন্তার্জাতিক ফেন্সিং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমূহ পরিচালনা ও অংশগ্রহন করিবে।

GENERAL SECRETARY

১৬.৯ নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে যে কোন একটি ফেন্সিং ক্লাবকে আন্তঃক্লাব বা অন্যান ফেন্সিং প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে

১৬.১০ নির্বাহী কমিটি যে কোন ব্যাংকে ফেডারেশনের নামে হিসাব খুলিতে এবং সভাপতি, কেষ্যাধ্যক্ষ এবং সাধারন সম্পাদক এর মধ্যে যে কোন দুইজনে যৌথ স্বাক্ষরে তাহা পরিচালনা করিতে পারিবে।

১৬.১১ যে কোন ব্যাংক বা সরকারী সিকিউরিটিতে অর্থ লগ্নি করিতে পারিবে।

১৬.১২ ফেন্সিং জন্য প্রয়োজনীয় সোর্ড সরঞ্জমাদি অনুমোদিত ক্লাব ও সংস্থা সমূহের মধ্যে নীতিমালা অনুসারে বরাদ্দ করা বা ব্যবহার করিবে।

১৬.১৩ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপ-পরিষদ গঠন করিবে।

১৬.১৪ প্রয়োজনীয় উপ-বিধি প্রণয়ন করিবে।

১৬.১৫ ফেন্সিং এর মান উন্নয়নের স্বার্থে অন্য যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

১৬.১৬ ফেডারেশনের রক্ষনাবেক্ষণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা ও ফিস সংগ্রহ করিয়া তহবিল গঠন এবং ফেডারেশনের কর্মকান্ডের সুষ্ঠু পরিচালনায় প্রয়োজন ব্যবহার হইতে পারে এমন সব দ্রবাদি ক্রয় ও ভাড়া বা তৈরী করিতে পারিবে।

১৬.১৭ ফেডারেশনেরম জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে বা কোন ক্ষেত্রে কাজ লাগিতে পারে বা সুষ্ঠাভাবে ব্যবহার হইতে পারে এমন কোন জমি ইমারত বা সম্পত্তি বা উহার ব্যবহারিক অধিকার ক্রয়, ইজারা নেওয়া বা অন্য কোনভাবে অধিগ্রহন, বিনিময় কিংবা বিলি বন্দোবস্ত করিতে পারিবে।

১৬.১৮ নির্বাহী কমিটি ফেন্সিং ক্রীড়ার পরিপন্থী যে কোন কার্যকলাপের জন্য দায়ী ক্লাবের ও সংস্থার বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণসহ এফিলিয়েশন বাতিল করিতে পারিবেন।

১৬.১৯ ফেন্সিং ক্রীড়ার সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ফেডারেশন আর্থিক অথবা সম্মানের ক্ষতিসাধন করিলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূল ব্যবস্থাসহ তাহাদের ফেন্সিং ক্রীড়া অবাঞ্চিত ব্যক্তি হিসাবে ঘোষনা করিতে পারিবে। অবাঞ্চিত ব্যক্তি কোন ফেন্সিং ক্রীড়া অংশ গ্রহণ, ক্লাবের প্রতিনিধিত্বকরণ, ফেন্সিং ক্রীড়াক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার অধিকার হারাইবেন। অধিকন্ত এই ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফেডারেশন অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৬.২০ ফেন্সিং ক্রীড়া কিংবা শৃঙ্খলার পরিপন্থী কোন কার্যকলাপের জন্য কমিটি যে কোন খেলোয়াড় এর বিরুদ্ধে স্থায়ী কিংবা সাময়িক বরখাস্ত/ বহিস্কার সহ সকল প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

১৬.২১ ফেন্সিং ক্রীড়া উন্নয়নের অবদানের জন্য সাধারন পরিষদের অনুমোদনক্রমে যে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মান প্রদান করিতে পারিবে।

১৬.২২ ব্যাংক হিসাব পরিচালনায় কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর আবশ্যক থাকিবে যেহেতু কোন কারণে কোষাধ্যক্ষ দায়িত্ব পালনে অপারগ হইলে হিসাব পরিচালনার জন্য নির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় বিকল্প কোষাধ্যক্ষ হিসাবে একজন নির্বাহী সদস্যকে মনোনয়ন দেওয়া হইবে। ব্যাংক হিসাব সমূহে তাহার

স্বাক্ষর সংরক্ষিত থাকিবে। কোষাধ্যক্ষ এর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে বিকল্প কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি প্রতিবার সভাপতি কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

১৬.২৩ জরুরী প্রয়োজন উপ-পরিষদের সিদ্ধান্ত সমূহ সভাপতির অনুমোদনান্তে কার্যকর হইবে এবং পরবর্তী নির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপিত হইবে।

১৬.২৪ এফিলিয়েটেড ক্লাবের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন/ সংশোধনের ক্ষমতা থাকিবে।

১৬.২৫ নির্বাহী কমিটির প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকবে ।

ধারাঃ ১৭ নির্বাহী কমিটির বৈঠকঃ

১৭.১ নির্বাহী কমিটি কমপক্ষে বৎসরে ৪টি বৈঠকে মিলিত হইবে। সাধারন সম্পাদক সভাপতির সংগে আলোচনা করিয়া নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করিবেন। ৭ (সাত) দিনের নোটিশে এই সভা আহবান করা যাইবে। নোটিশে সভার তারিখ, স্থান, সময় ও আলোচ্য সূচী উল্লেখ থাকিবে। মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরম হইবে। কোন কর্মকর্তা বা সদস্যেও পদ খালি থাকিলে সভার কোরাম গুনায় ঐ পদগুলি বাদ রাখিতে হইবে।

১৭.২ কোরাম না হইলে কাজ শুরু করা যাইবে না। কোন সভা শুরু করার পর সভা মূলতবী করা যাইবে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উক্ত সভা করিতে হইবে। এই ধরণের মূলতবী সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

১৭.৩ ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী আলোচ্যসূচীর জন্য নির্বাহী কমটির জরুরী সভা আহবান করা যাইবে। মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিততে উক্ত সভার কোরাম হইবে।

১৭.৪ কোরামের অভাবে কোন সভা অনুষ্ঠিত না হইতে পারিলে তিন দনিের নোটিশে পুনরায় আহবান করা যাইবে। এইরূপ আহবানকৃত সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না। তবে সাধারন সম্পাদককে এই ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিকট নোটিশ পৌছানোর সর্বাত্নক প্রচেষ্টার প্রমান রাখিতে হইবে।

১৭.৫ নির্বাহী কমিটির সভায় কোন বিষয়ে ভোটাভোটি হইলে যদি প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান হয় সেই ক্ষেত্রে সভাপতি কাষ্টিং ভোট এর মাধ্যমে বিষয়টির নিস্পত্তি করিবেন্ কোন গরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হইলে তাহা সাধারন পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে। সাধারন পরিষদ উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করিবে।

ধারাঃ ১৮ ক্লাবের এফিলিয়েশন প্রদান/ বাতিলঃ

১৮.১ কোন ফেন্সিং ক্লাব ফেডারেশনের কাছে এফিলিয়েশন চাহি আবেদন করিলে সাধারন সম্পাদক তাহা নির্বাহী কমিটির বৈঠকে বিবেচনার জন্য উথাপন করিবেন। নির্বাহী কমিটি উক্ত আবেদন অনুমোদন প্রদান বা নাকচ করিতে পারিবে। কমিটির এই সিদ্ধান্ত পুর্নবিবেচনার জন্য আবেদন করা যাইবে এইরূপ রিভিউ-এর আবেদন উপর ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির বেঠকে উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাধারন পরিষদের পরবর্তী বৈঠকে আপিল করা যাইবে। সাধারন পরিষদের সিদ্ধান্ত সকল পক্ষের উপর বাধ্যতামূলক বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহার বিরুদ্ধে আর কোন আপীলের সুযোগ থাকিবেনা।

১৮.২ সকল ক্ষেত্রে এফিলিয়েশনের আবেদনের সহিত ফেডারেশনের নীতিমালা অনুসারে প্রণীত গঠনতন্ত্র ও এফিলিয়েশন ফি প্রদান করিতে হইবে। নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে ক্লাবের গঠনতন্ত্রে যে কোন সংযোজন বা সংশোধন করিয়া তাহা অনুমোদন করিতে পারিবেন। প্রতিটি এফিলিয়েটেড ক্লাবকে প্রতি অর্থ বৎসরের শুরুতে অথ্যাৎ প্রতি বছর ৩০শে সেপ্টেম্বও তারিখের মধ্যে এফিলিয়েশন নবায়ন ফি প্রদান করিতে হইবে। এই ফি নির্বাহী কমিটি সব সময় নির্ধারন ও পরিবর্তন করিতে পারিবে। যথা সময়ে এফিলিয়েশন নবায়ন ফি প্রদানে ব্যর্থ ক্লাবের এফিলিয়েশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থগিত হইয়া যাইবে।

১৮.৩ কেবলমাত্র নির্বাহী কমিটির পূর্ব অনুমোদনক্রমে এফিলিয়েশন নবয়ন ফি বিলম্বে পরিশোধের সুযোগ গ্রহণ করা যাইবে। বিলম্বে পরিশোধকারীকে প্রতি মাস বা মাসের অংশের জন্য ১০% হারে জরিমানা দিতে হইবে।

১৮.৪ যদি কোন অনুমোদিত ফেন্সিং ক্লাব যথযথভাবে পরিচলিত না হয় বা ফেডারেশনের কর্তৃক আন্তঃ ক্লাব ফেন্সিং প্রতিযোগিতা আয়োজিত হওয়া সত্বেও এক নাগাড়ে ৩ বছর তাহাতে অংশগ্রহণ না করে বা এফিলিয়েশন প্রাপ্তির ১০ বৎসরের মধ্যে জাতীয় ফেন্সিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করে বা (ফেন্সিং সোর্ড) বিতরণে অনিয়ম করে কিংবা কোন কারণে যথাযথ কর্তপক্ষ কর্তৃক উক্ত ক্লাবে (ফেন্সিং সোর্ড) ডিলিং লাইসেন্স বাতিল হয় সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্লাবকে কারণ দর্শাইয়া বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেওয়া হইবে। বক্তব্য সন্তোষজনক না হইলে নির্বাহী কমিটি উক্ত ক্লাবের এফিলিয়েশন সাময়িক/স্থায়ী ভাবে বাতিল করিতে পারিবে। কমিটির দুই-তুতীয়ংশ সদস্যে উপস্থিতি ও উপস্থিত সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ ভোটে এফিলিয়েশন বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে।

ধারাঃ ১৯ নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ পূরণ ঃ

১৯.১ নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের কার্যকলাপের মধ্যে কোন কোন পদ শূন্য হইলে সেই শূন্য পদ পরবর্তী উপধারা সমূহে বর্ণিত পদ্ধতিতে পূরণ হইবে।

১৯.২ কোন কারণে সভাপতির পদ শূন্য হইলে সরকার কর্তৃক নতুন সভাপতি নিয়োগ না করা পর্যন্ত সময়ে সভাপতি অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৯.৩ সাধারন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে নির্বাহী কমিটির সভায় যে কোন সহকারী সাধারন সম্পাদককে সাধারন সম্পাদকের এবং যে কোন সহ-সভাপতিকে কোষ্যাধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করা হইবে।

১৯.৪ নির্বাহী কমিটির অন্য কোন কর্মকর্তার পদ শূন্য হইলে নির্বাহী কমিটির বৈঠকে প্রয়োজনবোধে সদস্যগণের মধ্য হইতে কো-অপট করতঃ উক্ত পদ পূরণ করিতে হইবে। নির্বাহী কমিটির সদস্যপদ শূন্য হইলে সাধারন পরিষদ সদস্যবৃন্দের মধ্যে হইতে একইভাবে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক কো-অপশনের মাধ্যমে শূন্যস্থান পূরণ করা হইবে। এই ধরণের সকল ক্ষেত্রে অন্ততঃ দুই সপ্তাহের নোটিশে আলোচ্যসূচীতে যথাযথভাবে অর্ন্তভূক্ত করিয়া নির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত নিতে হইবে।

১৯.৫ নির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা বা সাধারন সদস্য সাধারন সম্পাদককে লিখিতভাবে অবহিত না করিয়া যদি পর পর ৩ (তিনটি) সভায় অনুপস্থিত থাকেন তবে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক উক্ত কমিটি হইতে তাহার সদস্যপদ বাতিল করা যাইবে। সকল ক্ষেত্রে ২ (দুই) সভায় অনুপস্থিত কর্মকর্তা সদস্যকে সভাপতির অনুমোদকক্রমে সাধারন সম্পাদক তৃতীয় সভায় উপস্থিতির জন্য সতর্ক করিয়া লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন। এইরূপ নোটিশ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সভার অন্ততঃ ৭ (সাত) দিন পূর্বে ফেডারেশন

হইতে পাঠাইতে হইবে। তৃতীয় সভায় উক্ত সদস্য অনুপস্থিত থাকিলে তদ পরবর্তী যে কোন সভায় নির্বাহী কমিটি উক্ত কর্মকর্তা/ সদস্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৯.৫ নির্বাহী কমিটির নির্বাচিত কর্মকর্তা ও সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ট পদ কোন সময়ে খালি হইলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রয়োজনবোধে কমিটি বাতিল করতঃ সর্ব্বোচ্চ তিন মাসের জন্য এডহককমিটি গঠন করিতে পারিবে। এই সময়ের মধ্যে সাধারন পরিষদের সভা আহবান করিয়া নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

ধারাঃ ২০ সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

২০.১ সভাপতি ফেডারেশনের সর্ব্বোচ্চ কর্মকর্তা। তিনি ফেডারেশনর নির্বাহী কমিটি ও সাধারন পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং ফেডারেশনকে সকল কাজ কর্মে দিক নির্দেশনা প্রদান করিবেন। সকল কর্মকর্তা ও নির্বাহী কমিটির সদস্যদেও নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে এবং কাজকর্মে পরামর্শ ও নির্দেশ দিবেন।

২০.২ ফেডারেশনের কোন কর্মচারীর বিরূদ্ধে শৃঙ্খলা ভংগের অবিযোগ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিবেন। ফেডারেশনের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করণ ও অপ্রয়জনীয় ব্যয় বন্ধের নিশ্চয়তা বিধান করিবেন।

২০.৩ সভাপতি কোন একটি কাজে সর্ব্বোচ্চ টাঃ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করার নির্দেশ দিতে পারিবেন। পরবর্তী নির্বাহী কমিটির সভায় এই অর্থ ব্যয়ের ঘঁনাত্তোর অনুমোদন নিতে হইবে। আবর্তক ব্যয় ব্যতীত এর অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে হইলে নির্বাহী কমিটির পূর্ব অনুমোদন লাগিবে। অনুমোদিত প্রশিক্ষন শিবির, কোন প্রতিযোগিতার আয়োজন কিংবা বিদেশে প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

ধারাঃ ২১ সহ-সভাপতিঃ

সভাপতির অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সভাপতি তার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিকে সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন। সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সহ-সভাপতিদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি সভাপতিত্ব করিবেন। নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার ভিত্তিতে এই জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

ধারাঃ ২২ সাধারন সম্পাদকঃ

২২.১ সাধারন সম্পাদক ফেডারেশনের প্রধান নির্বাহী। ফেডারেশনের প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচলনা ও অন্যান্য সকল দৈনন্দিন কাজ কর্মের তদারকীতার দায়িত্বে থাকিবেন। ফেডারেশনের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনে সভাপতির অনুমোদনক্রমে তিনি যে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন। নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি স্বীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

২২.২ তিনি কোষাধ্যক্ষ এর সাথে যুক্তভাবে ফেডারেশনের সকল আয় ব্যয়ের হিসার রাখিবেন। সাধারন সম্পাদকের আর্থিক ক্ষমতা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

২২.৩ ফেডারেশনের কর্মচরীদের বিরন্নদ্ধে শৃঙ্খলামুলক যে কোন ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করিবেন। নির্বাহী কমিটির পক্ষে কমিটির পূর্বানুমোদিত যে কোন চুক্তি, ইজারা দলিল ইত্যাদিতে তিনি স্বাক্ষর দান করিবেন। ফেডারেশেনর কাজকর্মের ব্যাপারে নির্বাহী কমিটির নিকট তার জবাবদিহিতা থাকিবে।

ধারাঃ ২৩ সহকারী সাধারন সম্পাদকঃ

সহকারী সাধারন সম্পাদকদ্বয় সাধারন সম্পাদকের দৈনন্দিন কাজকর্মে সহয়তা দিবেন এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন। সাধারন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে কমিটি সহকারী সাধারন সম্পাদকদের মধ্যে একজনকে সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করিবে। এই ব্যাপারে নির্বাহী কমিটিকে অবিহিত করিতে হইবে।

ধারাঃ ২৪ কোষাধ্যক্ষঃ

২৪.১ কোষাধ্যক্ষ সাধারন সম্পাদকের সহযোগিতায় ফেডারেশনের আয় ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষন করিবেন এবং আয় ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্বাহী কমিটিকে পরামর্শ দিবেন। লেনদেনের ব্যাপারে ও কোন অনিয়ম যেন না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। নির্বাহী কমিটি সাধারন পরিষদের সভায় ফেডারেশনের বাজেট অডিট রিপোর্ট ও আর্থিক বিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন।

২৪.২ আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত সকল দলিল ও কাগজপত্রে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর থাকিবে। তিনি সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের সহিত পরামর্শ করিয়া বাৎসরিক বাজেট ও আয় ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করিবেন। ফেডারেশনের লেনদেন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে নির্বাহী কমিটির কাছে তার জবাবদিহিতা থাকিবে।

ধারাঃ ২৫ পদত্যাগঃ

নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য অথবা ফেডারেশনের কোন কর্মকর্তা সভাপতিকে সম্বোধন করিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। সভাপতি পদত্যাগ করিতে চাহিলে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সম্বোধন করিয়া পদত্যাগ পত্র পেশ করিবেন এবং ফেডারেশনকে অবহিত করিবেন।

ধারাঃ ২৬ ফেডারেশনের নির্বাচন ঃ

ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ন্যুনপক্ষে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে নির্বাহী কমিটি খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন পূর্বক সকল এফিলিয়েটেড ক্লাব ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে তাহা সরবরাহ করিবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচন আপীল কমিশন গঠন করিবে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য (১) খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ (২) আপত্তি গ্রহণ ও শুনানি (৩) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ (৪) মনোনয়ন পত্র দাখিল (৫) মনোনয়ন পত্র বাছাই (৬) প্রার্থী তালিকা প্রকাশ (৭) প্রার্থী প্রত্যাহার (৮) চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ (৯) ভোট গ্রহণের দিন, সময়, স্থান নির্ধারণ (১০) নির্বাচনী ফল প্রকাশ (১১) নির্বাচনী ফলাফলের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল (১২) শুনানী গ্রহণ (১৩) চূরান্ত ফল প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়াদি উল্লেখ করিয়া ন্যুনপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনী তফশীল ঘোষনা করিবে। (১৪) নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে বার্ষিক সাধারন সভা অথবা বিশেষ সাধারন সভা দ্বারা ও ভোটারদের একটি নিদৃষ্ট স্থানে আহবান পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

GENERAL SECRETARY

ধারাঃ২৭ গঠনতন্ত্র সংশোধন ঃ

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা উপধরা বা বিধির ব্যাখ্যা বিরোধ দেখা দিলে সাধারন পরিষদেও পরবর্তী সভা পর্যন্ত নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। সাধারন পরিষদ পরবর্তী বৈঠকে এই ব্যাক্যা পরিবর্তন করিলে পরিবর্তীত ব্যাখ্যাই চুড়ান্ত হইবে। তবে এই ধরণের পরিবর্তনের তশারণে নির্বাহী কমিটি ব্যাখ্যা অনুসারে ইতোমধ্যে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা সম্পাদিত কোন কাজ বিধি বহির্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবেনা যদিও নতুন ব্যাখ্যর আলোকে যে কোন অসংগতি ভবিষ্যতের জন্য সংশোধন করিতে হইবে।

ধারাঃ ২৮ গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যাঃ

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা উপ-ধারা বা বিধির ব্যাখ্যা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে সাধারন পরিষদেও পরবর্তী সভা পর্যন্ত নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। সাধারন পরিষদ পরবর্তী বৈঠকে এই ব্যাখ্যা পরিবর্তন করিলে পরবর্তীতে ব্যাখ্যাই চুড়ান্ত হইবে। তবে এই ধরণের পরিবর্তনের কারণে নির্বাহী কমিটি ব্যাখ্যা অনুসারে ইতোমধ্যে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা সম্পাদিত কোন কাজ অবৈধ বা বিধি বহির্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে না যদিও নতুন ব্যাখ্যার আলোকে যে কোন অসংগতি ভবিষ্যতের জন্য সংশোধন করিতে হইবে।

সমাপ্ত

GENERAL SECRETARY
BANGLADESH FENCING FEDERATION